



রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ ঢাকা।

২৮ মাঘ ১৪১৭ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫২ তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাছে জেনে আমি আনন্দিত । এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল প্রকৌশলীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

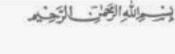
যেকোন দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিকাশ ও যথাযত প্রয়োগ। প্রকৌশলীগণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'ভিশন ২০২১' কে সামনে রেখে আমাদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীবৃন্দকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি সুখী-সমদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখার আহ্বান জানাই। তাদের অর্জিত জ্ঞান ও তার যথায়থ প্রয়োগ আমাদের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। জাতীয় উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বের প্রায়োজনীয়তা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে কনভেনশনের এবছরের প্রতিপাদ্য `Engineers Leadership for National Development' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের সকল প্রকৌশলী দেশ ও জনপদের উন্নয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি আইইবি'র ৫২তম কনভেনশনের সাফল্য কামনা করি ৷

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

10 625TH মোঃ জিলুর রহমান







প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

> ৩০ মাঘ ১৪১৭ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১১

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫২তম কনভেনশন ১২ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১১ অনুষ্ঠিত হতে যাচেছ জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষে ইনস্টিটিউশনের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক বভেচছা ও অভিনন্দন।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পুরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অবকাঠামো উনুয়ন ও দ্রুত শিল্পায়নের বিকল্প নেই। শিল্পায়ন ও অবকাঠামো উনুয়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইইবি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি আশা করি প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রকৌশলীগণ আগামী দিনগুলোতে তাদের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন।

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। MENTENDE



বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম



প্রেসিডেন্ট



প্রযুক্তিগত শিক্ষাই দেশ গড়ার কাজে প্রকৌশল পেশাজীবীদের মূল হাতিয়ার। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি আয়ন্ত ও ব্যবহার করে চলছেন প্রকৌশলীরা। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে প্রকৌশলীরা প্রশিক্ষণ নেন ও জ্ঞান চর্চা করেন। তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশায়, অধ্যয়নে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে সমৃদ্ধি লাভ করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ তার ৫২তম কনভেনশন আয়োজন করেছে। এ কনভেনশনে ১১-১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ পযর্স্ত সময়ে প্রকৌশলীরা প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। যার ফলে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্প্রসারিত হবে। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবনে তারা সহায়ক ভমিকা পালন করতে পারবেন।

সহশ্রান্দের উনুয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করেছে। যা বাস্তবায়ন করতে প্রকৌশলীদের বিকল্প নেই। নিজস্ব প্রযুক্তি বিহীন উনুয়ন সম্ভব নয়। প্রকৌশলীদের এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা অপরিহার্য। এবারের কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Engineers' Leadership for National Development"; কারণ প্রকৌশলীরাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা সর্বদা কাজ করে যাছেন। দেশের সকল প্রকৌশলী এ কাজে সর্বদা সচেতন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৫২ তম কনভেনশনের বিভিন্ন কর্মসূচী সাজানো হয়েছে। আমার বিশ্বাস সকল আয়োজন প্রকৌশলীরা সদ্ভবহার করতে সচেষ্ট থাকবেন।

আইইবি'র সদর দফতর, ঢাকায় এ বছর ৫২তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রকৌশলীরা আনন্দিত। ঢাকা কেন্দ্র এ অনুষ্ঠান আয়োজনে স্বাগতিকের ভূমিকা পালন করছে। তাদের প্রচেষ্টা সূন্দর ও সফল হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। এ আয়োজন ডিজিটাল প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মেচনের মাধ্যমে প্রকৌশলীদের দেশ গঠনে উচ্ছীবিত করবে এই প্রত্যাশা আমার ও দেশের মানুষের। আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করে পরম করুণাময় আল্লাহ ৫২তম কনভেশননের সাফল্য দান করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

> - Thurst অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস.এম নজরুল ইসলাম







চেয়ারম্যান আইইবি, ঢাকা কেন্দ্ৰ।

চেয়ারম্যান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশন উপলক্ষে ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষে থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করায় আমি প্রকাশনার সাথে সংশ্রিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভভেছো।

আইইবি এদেশের জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ সালের ৭ মে কয়েকজন দ্রদৃষ্টি সম্পন্ন বরেণ্য প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকের এই দিনে আমি তাঁদেরকে শ্রন্ধার সাথে স্বরণ করিছ। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মরহুম প্রকৌশলী এম এ জব্বারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের প্রতিথ্যশা প্রকৌশলীগণ আইইবি-তে অবদান রেখেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আজ এ অবস্থানে উপনীত হতে পেরেছে। বিগত ৬২ বছর ধরে প্রকৌশলীরা এদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। দেশের যেখানেই উনুয়নের ছোঁয়া লেগেছে, সেখানেই নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রকৌশলীদের মেধা, শ্রম আর অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর রয়েছে। আগামী দিনগুলোতেও প্রকৌশলীরা তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখবেন বলে আমি দচভাবে বিশ্বাসী।

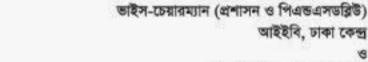
প্রকৌশলীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান উনুয়নে আইইবি মৃখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৫২তম সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "Engineers Leadership for National Development" এবং জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু "Engineers Role in Socioeconomic Development and Environment" বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কনভেনশন উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, আমার বিশ্বাস তাতে প্রকৌশলীদের মেধা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর থাকবে। আমি ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত ৫২তম কনভেনশন উপলক্ষে আগত অতিথিবৃন্দ, আতৃপ্রতিম ইনস্টিটিউশনসমূহের প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ

এবং সারাদেশ থেকে আগত প্রকৌশলীবৃন্দকে জানাই আমার প্রাণচালা অভিনন্দন। পরিশেষে কনভেনশন সফল করতে যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন এবং যারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমার

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা Openan সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ

প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা





যুগা-আহ্বায়ক, নিবন্ধন কমিটি ৫২ তম কনভেনশন, আইইবি

ভভেচ্ছা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ- এ দেশের প্রকৌশলী সমাজের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান প্রকৌশল পেশার মানোনুয়ন ও উৎকর্মতা সাধনে নির্গস অবদান রেখে যাচেছে। দেশ ও জ্ঞাতিকে দিয়ে যাচেছ ভুনুয়নের দিন নিদেশনা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ- এর ৫২ তম কনভেনশন এবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশন এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দেশের মধ্যভাগে রাজধানী হওয়ায় স্বভাবতই এখানে অংশগ্রহনকরীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। এই কনভেনশনে সদস্যবৃন্দ নিজ কর্মক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতাকে করেন সমৃদ্ধ। এভাবেই দেশ ও জাতির উনুয়নে প্রকৌশলীরা রেখে যাচ্ছেন অমূল্য অবদান। এবারের কনভেনশনের প্রতিপাদ্য বিষয় স্জাতীয় উনুয়নের জন্য প্রকৌশলীদের নেতৃত্ব" বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক গ্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ।

আসছে পলাশ আর কৃষ্ণারুড়ার ফাল্পন। আসছে মহান ভাষা শহীদদের রক্তরাঙ্গা পথ বেয়ে বিশ্ব সভায় স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্মরণ করি তাঁদের পরম শ্রন্ধায়, স্মরণ করি একুশের চেতনায় আত্মত্যাণী মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের। ৫২ তম কনভেনশনের প্রাক্কালে স্মরণ করছি বরণীয় সেই সব প্রকৌশলীদের যাঁদের হাতে প্রোথিত এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমি। যাঁরা বিগত কনভেনশনে আমাদের মাথে ছিলেন, এবার নেই-তাঁদেরকেও স্মরণ করি পরম মমতায় ও শ্রদ্ধায়।

৫২তম কনভেনশন উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা এবং কনভেনশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রকৌশলী আমিনুর রহমান, এফ/৩৬০৬

The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) - 62 Years Journey Engr. Md. Nurul Huda

Background of formation of The Institution of Engineers, Bangladesh: 1947 -1948
Association of Engineers, Eastern Pakistan was formed in the 1st General Meeting held on 30th November, 1947 in the office of Engr. M.A. Jabbar, the then Superintending Engineer, Eastern Circle, C&W Department, East Bengal Government. Mr. Hasan Ali, Hon'ble Miniser, in-charge of Communication & Works presided over the meeting. Twenty eight members attended the meeting who contributed/promised to contribute Rs. 2815.00 for running the initial expenses of the newly formed Association. In the meeting following decisions were taken

- a. "Resolved that we the Engineers of Eastern Pakistan form ourselves into an Association for the time-being till the constitution of the Institute of Engineers of Pakistan has been drafted in consultation with the Western Pakistan and other allied institutions."
- b. A six member Ad-hoc committee was formed to move the matter and summon the Draft Constitution Committee within a period of two (2) months. Khan Bahadur Engr. Md. Solaiman Khan, Chief Engineer, C&W Department, East Pakistan and Engr. Kafiluddin Ahmed, Executive Engineer, Dacca Central Division, Pak PWD were elected Chairman & Secretary of the Ad-hoc Committee respectively.
- c. Engineers Service Association which was existing till this date was amalgamated with the Association of Engineers, Eastern Pakistan.
- d. Eastern Pakistan Flying Club was amalgamated with the Association of Engineers, Eastern Pakistan as its branch organization. A 9 member sub-committee of Eastern Pakistan Flying Club was formed with Engr. M.A. Jabbar & Engr. K. Ahmed as President & Secretary respectively.
 1. A meeting of the Ad-hoc Committee of the Association of Engineers was held on 19th February, 1948 with Khan Bahadur Engr. Md. Solaiman Khan in the Chair. The meeting decided the followings:
- a. A sub-Committee named Constitution Drafting Committee was formed with following members to draft the constitution of the proposed Institute

Engr. Kafiluddin Ahmed, Rai Shaheb Engr. S.C. Ghosh, Engr. M.A. Jabbar, Engr. M Ahmed & Engr. AR. Nissar

- b. It was decided in the meeting that the Constitution Drafting Committee will meet on 21.2.48 and typed copy of Draft Rules will be circulated to all members of the Adhoc Committee who will then meet on 28.2.48 to finalise the draft constitution.
- Governor of East Pakistan would be invited for the purpose. d. It was further decided that the Prime Minister of Pakistan and Premiers of the Provinces in the Pakistan Dominion should be requested to permit all

c. The meeting decided to hold the Inaugural meeting of the proposed Institute on 11 th April, 1948 and invite Mr. Liaqat Ali Khan, Hon'ble Prime Minister of Pakistan to perform the inaugural ceremony. It was further decided that in case of unavailability of Hon'ble Prime Minister, the

- the Engineers serving under their respective Governments to attend the Inaugural General Meeting and also allow them the actual traveling expenses for the journey.
- The record shows that the next meeting was termed as General Meeting of The Institute of Engineers, Pakistan. It was held at 7:30 p.m. on 14 March 1948 at 25 Nilkhet, Dacca. Khan Bahadur Md. Solaiman Khan presided over the meeting. a. In this meeting, the suggestions received from the then Prime Minister of East Pakistan Khawja Nazimuddin to invite Quaid-e-Azam to perform the
- Inauguration Ceremony was discussed & approved.
- b. The draft Constitution of The Institute of Engineers, Pakistan was considered and adopted with minor corrections.

c. The first Council of The Institute of Engineers, Pakistan was then unanimously elected with following members:

Formal Beginning of Institution of Engineers: 7 May 1948:

President: Khan Bahadur Engr. Md. Solaiman Khan Vice-Presidents: Engr. MA Jabbar, Engr. Syed Ali Ameer, Engr. S. Gholam Murtaza, Engr. Q.Z. Hussain

Hony Secretary: Engr. Kafiluddin Ahmed

Hony Treasurer: Rai Shaheb Engr. S.C. Ghosh Members: Rai Shaheb Engr. J.C. Das, Engr. KA Hussain, Engr. A Latif, Engr. MA Bari, Engr. AM. Ahmad, Engr. Md. Hussain, Engr. AH.K. Noor, Khan Bahadur Engr. Md. Ibrahim, Engr. AR. Nissar, Principal, Engineering College, Karachi

- d. The Imperial Bank of India Dacca was appointed Bankers of the Institute of Engineers, Pakistan.
- 3. The minutes of the Council Meeting held on 1 st April, 1948 in the office of the Resident Engineer of the Dacca Electric Supply Co. Ltd. recorded

Council resolved that a letter of thanks be addressed to Quaid-e-Azam, the Governor General of Pakistan thanking him for his kindly permitting us to lay the foundation stone in his name for The Institute of Engineers, Pakistan HQ building at Dacca.

Records further indicate that the foundation stone with the name of Quaid-e-Azam was laid by the then Governor of East Pakistan at the premises of the Governor House (presently Bangabhaban) and later shifted to the premises of the Institute.

But Engr. M.F A Siddiqui, F/250 wrote in an article in 1979 that he got the foundation stone of the Institute laid by the Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, the then Governor General of Pakistan in the premises of the Governor House (now Bangabhaban) with a presumption of its being shifted to its present premises. This maneuver was a necessary as the then high officials advised the Quaid-e-Azam against his coming to the present premises for laying the foundation stone on fake security reasons.

4. Subsequent record shows that the foundation stone laying date was fixed for 30th May, 1948 and it was laid by the then Governor of East Pakistan on behalf of the Quaid-e-Azam.

1. The Institute of Engineers, Pakistan was registered under the Societies Registration Act XXI of 1860 on 7th May, 1948. Registration No. 11626 E.B. of 1948 1949

- The Constitution of The Institute of Engineers, Pakistan was approved and recognised by the government of Pakistan as a representative body of qualified Engineers vide Ministry of Industries letter no. P-58 (2)/48 dated Karachi the 26th November, 1952.
- 3. In the Council meeting held on 17th May 1948 it was decided to form a Club for the Engineers as a part of social activities of The Institute. Engr. Abdul Latif was elected as joint Secretary of the Council and was made in charge of The Institute Club (now Engineers Recreation Centre). It was decided that the Club will be a subordinate body under the Institute of Engineers. However, it was decided that the accounts of The the Club will be maintained separately and will have no concern with the Institute of Engineers account.
- Subsequently a separate constitution of The Institute Club (ERC) was adopted wherein the Chairman of Dacca Centre was the ex-officio Chairman of the Club with the provision of Vice Chairman, Secretary & members to be elected by the club members. According to club constitution only members of The Institute of Engineers Pakistan were eligible for becoming a permanent member of the club. However, there were also provisions to enroll non-engineers as a temporary members of the Institute club (ERC) for a maximum period of 3 months during his life time.
- 5. This is the brief history of formation of the Institute of Engineers, Pakistan with its Headquarter at Dacca and was the only body in the then Pakistan which had its Headquarters in East Pakistan (now Bangladesh).
- 6. After independence of Bangladesh the Council of The Institute of Engineers, Pakistan in its 121st meeting held on 26th December, 1971 at its Headquarters proposed under the provision of the Article 53 of the Constitution to change the name of The Institute of Engineers, Pakistan and to rename it as The Institution of Engineers, Bangladesh. And the Extra-Ordinary General Meeting held on the 12th March, 1972 at Dhaka enacted and approved the Constitution of The Institution of Engineers, Bangladesh and certificate of filing was issued by the Registrar of Joint Stock Companies, Govt of the People's Republic of Bangladesh on 7th July 1972.

Institutionalisation of IEB: 1948 -1996 Immediately after formation of The Institute of Engineers, Pakistan, the Headquarters function started in the small office (tin-shed) of the then Eastern Pakistan Flying Club (which was amalgamated with the Institute) at the present premises in Ramna.

In 1954 the Central Government of Pakistan made a grant of Rs. 3,18,000.00 for the construction of the HQ building and Rs. 50,000.00 as an Annual Recurring Grant. The Central Government also made a further Annual Grant of Tk. 20,000.00 for holding the Annual Convention of the

The construction of the HQ building (the old one) started in 1955. The grant found inadequate for the purpose, the Institute approached the Central Government for an additional grant of Rs. 4,72,000.00. While the additional grant was refused, the Central Government agreed to grant a loan of the amount to the Provincial Government of East Pakistan so that the Provincial Government in its turn might make a grant of the amount to the Institute. The money (finally Rs. 258,99600) thus made available by the Central Government to the Provincial Government was turned into a loan. the Institute accepted the amount but at the same time made a representation to the Central Government that it would never be in a position to pay back the loan. The Central Government informed the Institute that the then Chief Minister of East Pakistan advised the Central Government to advance a loan rather that to accord a grant.

From the beginning, The Institute had been persistently moving the Provisional Government for formal allocation of the land (app. 3.4 acres) in the name of The Institute. But nothing could be achieved in this regard till 1976. It is interesting to note that our first Vice-President (1948-50) & Second President (1951) Engr. M.A. Jabbar was taken to custody in 1958 under Martial Law with charges of so called unauthorized occupation of the land of the HQrs premises of the Institute of Engineers, Pakistan. In 1976 it was at the initiative of Dr. Engr. MA Rashid, Member of the Advisory Council in-charge of Works Ministry and Mr. Kazi Anwarul Haque in-

approve the allotment of the land to the Institution of Engineers, Bangladesh at a cost of Tk. 4,29,976.00. As it was difficult for the Institution to pay the cost of land, Dr. M.A. Rashid approved the increase of the Annual government Grant to Tk. 1,00,000.00 (from Tk. 50,000.00 which continued from 1954) out of which the Institution will be paying the cost of land on installment basis. It is quite amazing to note that with the exit of Dr. Engr. M.A. Rashid as a member of the Advisory Council, the works Ministry set aside his decision to increase the Annual Grant of the Institution. Instead the Works Ministry directed the office of the Annual Government Grant to continue the amount of

charge of Land Administration, that the issue was taken up seriously. With consent of the then President of Bangladesh, the Advisers arranged to

Tk. 50,000.00. This continued for many years till in 1996 when Dr. Ing. M. Anwarul Azim & Engr. Md. Nurul Huda were President & General Secretary of IEB respectively, the land was officially transferred & registered in the name of The Institution of Engineers, Bangladesh. IEB in its legal land and New Building: 1996-2001 It is matter to note here that one of the charges against our founder Engr. M.A jabber taking him in the police custody in 1958 under Martial law was

so-called unauthorized occupation of the land for the Institute premises. Even after liberation of Bangladesh it took us 24 years to finally get the land registered in the name of the Institution of Engineers, Bangladesh in November, 1996 while I was the HGS of IEB for the term 1996-1997.

This was the beginning of a new era of our present Institution of Engineers, Bangladesh. This could be possible only due to my relentless effort and strong wills. Before monthly installment for IEB HQ land at Ramna was not being paid. During my tenure, sooner after taken over the charge from the then HGS Engr. Md. Ibrahim Mia, the monthly installment was made up-to-date and the 10 bigha land of IEB HQ was got registered. Not only solving the registration problem of IEB HQ land I have taken the initiative to fulfill the long pending demand of engineers to establish a staff college for professional excellence of engineers. I got to manage 72 bigha land of RHD located at the bank of Meghna-Gumuti river for Engineering Staff College only for a token money Tk. 10.0 lacs though we were supposed to pay at least 5.0 crore as the cost of the land. This was possible only due to the blessings of the then Hon'ble Prime Minister, Sheikh Hasina, the able daughter of the father of the nation, Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman who was kind enough to accord this approval at a token money. I must acknowledge the contribution of Mr. Obaidul Muktadir Chowdhury, the then PS to the Hon'ble Prime Minister, Mr. Abu Alam Shahid Khan and Mr. Alauddin Nasim who have extended their cooperation all the way in this acquisition process. It is worthwhile to mention that the present value of this land would be at least Tk. 100.00 crore. It was even difficult for us to pay this small amount of Tk. 10.0 lacs and the registration cost of Tk. 20 lacs. I got to manage this Tk. 30.0 lacs from the well wishers in stead of paying it from the IEB fund. Even while I have taken over from Engr. Ibrahim Mia IEB owed Tk. 40.0 lacs which had been also paid. Besides resolving the land issue the Hon'ble prime minister has also sanctioned Tk. 5.0 crore to start the construction of the new building of IEB HQ and

I have again been elected HGS in 2000-2001. During this tenure under my direct initiative Staff college PP was approved. Among other achievements we could manage office premises for different centres of IEB such as land for Cox Bazar sub centre, Barisal sub centre, Mymensingh centre, Sylhet centre, Rangpur centre, Bogra centre etc.

Recently we have managed to allot a one bigha plot in Pubachal for IEB which will open a new era in IEB history. We believe that with this new land of IEB, a new world will be created for engineers centered round Pubachal area.

subsequently got sanctioned Tk. 15.0 crore from the next government during my second time as HGS.

Expectation of Engineers from IEB and ways to fulfill those:
With the motto of "Build Better World", The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) was established 61 years ago. Since its establishment, IEB has been promoting and disseminating knowledge and practice of engineering and science. During this 61 years journey with only 68 members presently IEB has around 30,000 members with 16 centers, 33 sub-centers, 5 overseas chapters, 2 student chapters and 5 engineering divisions. One of the major goals of IEB is to ensure the professional excellence and continuous professional development of the engineers in the country. But there always arises a question in mind whether IEB could fulfill the expectation of engineers.

On different occasions, IEB came forward with its clear vision on the problems of development and formulated specific suggestions on those issues. IEB had so far contributed in the Power Sector, Energy Sector, Flood Control and Management, Public Administration Reform, Traffic and Road Safety Problem, National Pay Scale, Information Technology, Renewable Energy, Problems of Dhaka Metropolis, Integrated Approach towards Solution of Endemic Problem faced by the Public, to the Government on different occasions.

Through the Staff College IEB conducts different professional training courses to enhance the professional excellence and continuous professional development of engineers.

We have established BPERB for professional recognition of engineers. BPERB has set the standards to qualify an engineer as a Professional Engineer (PEng.). This will also act as one of the key elements in achieving the aim of recognition of Bangladeshi engineers to Engineering Mobility Forum (EMF) and other international institutions. IEB is keen to be involved with GATS so that its members can compete with the international market. To ensure the quality of the degrees awarded by different private and public universities IEB has constituted an Accreditation Board.

IEB has formed an Equivalence Committee to assess the degree of foreign institutions and make equivalence with the engineering degree of

Bangladesh so that the foreign degree holders can get the membership of IEB and also take part in nation building activities with their proper

IEB conducts Associate Membership Examination for those who aspire to become engineer but have neither the means nor the opportunity for such education. These students obtain AMIE degree and the degree is recognized by the Public Service Commission, public and private sector

The IEB is a member of the international engineering professional bodies, the World Federation of Engineering Organizations (WFEO), Commonwealth. Engineering Council (CEC), Federation of Engineering Institutions of South and, Central Asia (FEISCA), Federation of Engineering Institutions of Islamic. Countries (FEIIC) are a few to name. The institution has bilateral agreement of professional co-operation with the engineering institutions/ associations of Canada, USA, UK, India, Pakistan, Malaysia, Thailand, China, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Japan and Korea.

We are very much concerned about the professional issues of engineers. During my tenure we had been an active part of the Prokichi movement. Through Prokichi movement we have solved quota issues of other cadres, solved the problems of the railway engineers, RHD engineers. We have addressed the issues of the unemployed engineers and made all services association very vibrant at all time.

Being the oldest professional institution IEB has shown the ways how to contribute to the nation. Over the years IEB has addressed the national issues and recommended to the government for sustainable solutions to those issues. We must be grateful to our predecessors such as Prof. Jamulur Reza Chowdhury, Al-Husainy, M F A Siddiqui, Dr. Engr. Anwar Hossain, Engr. Ruhul Matin, Dr. Engr. M A K Azad, Dr. Engr. M A Quasem, Engr. Abul Hayat, Engr. Serajul Majid Mamun etc. who have shown us the paths how to work unitedly and non partisan. We must acknowledge their contribution for reaching this position after a long journey of 62 years. We can't claim that we could solve all the problems of engineers. But we are giving our all out efforts to fulfill the expectation of engineers. This time we are committed to the engineers' community to address their problems and we have taken a holistic approach. In order to do that we will sit with the engineers of all corners; senior most to fresh engineers, public sector engineers to private sector engineers, even if necessary with the civil society and politicians to address our problems and find sustainable solutions of those. With the involvement all concerned we are going to develop a strategy paper to address our community issues as well as the national issues. We are pledge bound to make IEB a second home for all engineers. I believe, if we work together we will achieve our goal. Having said this I would call upon all engineers to come forward and be untied to build happy, peaceful and prosperous Bangladesh for our future generation. Source: Formation of the Institution of Engineers, Bangladesh, Mamoon, Engr. Serajul Majid, F-1040, 54th Engineers' day Souvenir

organizations as equivalent to a degree of. Bachelor of Science in Engineering.





মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট, এম.পি স্পীকার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

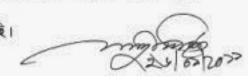
বাণী

প্রকৌশলীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাছে জেনে আমি আনন্দিত। এই কনভেনশন উপলক্ষে আমি সকল প্রকৌশলীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রকৌশলীরা জাতির কৃতিসম্ভান। উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে প্রকৌশলীদের বিকল্প নেই। এদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প, কলকারখানা স্থাপন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগে প্রকৌশলীরা দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচেছন। এমনকি কৃষি প্রকৌশলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা এদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন।

৫২তম কনভেনশনে "Engineers Leadership for National Development" প্রতিপাদ্যটি যুগোপযোগী ও যথার্থ বলে আমি মনে করি। বর্তমান সরকার জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে তাদের সকল কর্মকান্ত পরিচালনা করবে-এ বিশ্বাস আমার আছে

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ৫২তম কনভেনশনের সাফল্য কামনা করছি।



(মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট)





চেয়ারপারসন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

০২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ইং

২০ মাঘ ১৪১৭ বাংলা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাছে জেনে আমি আনন্দিত। এই কনভেনশন উপলক্ষে আমি ইনস্টিটিউশনের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক গুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

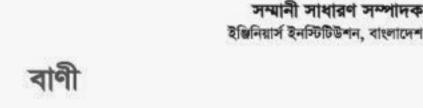
দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও জনগণের জীবন যাত্রার মানোনুয়নে প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ পেশাজীবীদের মানোনুয়নের পাশাপাশি দেশের উনুয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাছে। আমি বিশ্বাস করি দেশের অবকাঠামো নির্মাণ ও উনুয়নে এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশলীরা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

STE WATTON বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি





শীতের সমাপনী ও বসম্ভের সূচনালগ্রে ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র রমনা চতুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশনে আগত সকল প্রকৌশলী ও অতিথিদের জানাই অভিনন্দন এবং নতুন বছরের গুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ। জাতীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উনুয়নে দীর্ঘ এই ইনস্টিটিউশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যা আগামীতে আরও সম্প্রসারিত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সততার সাথে কাজ করে দেশের প্রকৌশলীরা প্রমাণ করেছে তাদের যোগ্যতা। যা জাতির জন্য সাফল্য ও গর্ভ বয়ে এনেছে। এ জন্য সকল প্রকৌশলীকে জানাই প্রাণময় অভিনন্দন।

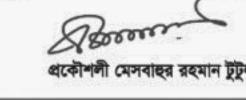
দীর্ঘ ৬২ বছর ধরে প্রকৌশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এবং প্রকৌশলীদের একমাত্র মিলনক্ষেত্র ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন,

আলোকিত। আজকের এই আয়োজন প্রকৌশলী সমাজের জন্য হোক তাৎপর্যময় এক মাইলফলক।

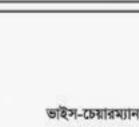
সবুজের নৈসর্গিক ছায়া-ঘেরা আমাদের প্রিয় আইইবি প্রাঙ্গণ রমনা, ঢাকায় ৫২তম কনভেনশন হয়ে উঠুক সাফল্যের স্বর্গীয় আলোকে

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়ণে ও একুশ শতকের যুগোপযোগী বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার বাস্তাবায়নে প্রকৌশলীরাই হোক মূল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২তম কনভেনশন সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হোক। অর্জিত হোক প্রকৌশলী সমাজের সকল প্রত্যাশা







ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) আইইবি, ঢাকা কেন্দ্ৰ

যুগা-আহ্বায়ক, প্রস্তুতি কমিটি ৫২ তম কনভেনশন, আইইবি

প্রভেচ্ছ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫২ তম কনভেনশন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাছে। দেশের প্রকৌশলী সমাজের কাছে আইইবি'র কনভেনশন এক মহামিলন মেলা হিসেবেই সমাদৃত।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ- এ দেশের প্রকৌশলীদের জাতীয়ভিত্তিক একমাত্র প্রাচীনতম সংগঠন। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির শাখাসমূহে নিয়োজিত এর সদস্যবন্দের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অর্জিত পেশাগত প্রায়োগিক ও সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী জ্ঞানের পারস্পরিক বিনিময় হয় এর কনভেনশনের কার্যক্রমসমূহে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রণয়নে এই কনতেনশন অত্যন্ত গুরুত্ববহ। জাতীয় উনুয়নে প্রকৌশলীরা চিরদিনই জড়িয়ে আছেন ওতপ্রোতভাবে। জাতীয় উনুয়নে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকেন নীতি নির্ধারণে, প্রকৌশলীরা

থাকেন তার পরিকল্পনায়, থাকেন বাস্তবায়নে। এবারের কনভেনশনের প্রতিপাদ্য নজাতীয় উনুয়নের জন্য প্রকৌশলীদের নেতৃত্" নিঃসন্দেহে গোটা

প্রকৌশলী সমাজকে করবে চিন্তা-চেতনায় উদ্বন্ধ, করবে কর্মতৎপরতায় অনুপ্রাণিত। আইইবি'র ৫২ তম কনভেনশনে সারা দেশ থেকে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি থেকে আগত প্রকৌশলীদেরকে জানাই স্বাগত ও উক্ষ অভিনন্দন। প্রকৌশলীদের এই মহামিলনকে স্মরণীয় করার প্রয়াসে নান্দনিক প্রকাশনা এবং ৫২ তম কনভেনশনের সার্বিক সাফল্য কামণা করছি সর্বান্তঃকরণে।

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, এফ/৪০০০



उट्डिक

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের তন্তাবধানে এবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচেছ প্রকৌশলীদের মহা মিলনমেলা ৫২ তম কনভেনশন। কনভেনশন এক মহা আনন্দের, আর এই কনভেনশনের মাধ্যমে নবীন ও প্রবীন প্রকৌশলীদের মধ্যে

সদস্য-সচিব, ৫২ তম কনভেনশন, প্রস্তুতি কমিটি

সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও পেশাগত দক্ষতার অভতপূর্ব আদান-প্রদান ঘটে থাকে। কনভেনশনে অংশগ্রহনকারী সম্মানিত প্রকৌশলী এবং আমন্ত্রিত অতিথি ও বিজ্ঞজনদের জানাচ্ছি হুভেচ্ছা, স্বাগতম ও অভিনন্দন। প্রকৌশলীরা দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। জাতীয় উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রকৌশলীদের কাঞ্জের যথাযথ মৃল্যায়ন করে তাঁদের জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কয়েক বছরের মধ্যে সম্ভোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি। "উনুত জগত

গঠন করুন" আইইবি'র এই স্রোগানের আলোকে প্রকৌশলীদের দায়িত, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্চ গ্রহন করতে এবারের কনভেনশনের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে Engineers' Leadership for National Development. কনভেনশনে উদ্বোধনী অধিবেশন, সমাপনী অধিবেশন, জাতীয় সেমিনার, ফিয়েস্কা সেমিনার, স্মৃতি বক্তৃতা, বিভিন্ন প্রকৌশল ও কারিগরী বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী প্রকৌশলীদের অংশগ্রহন, আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-

প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় উনুয়নে প্রকৌশলীরা নেতৃত্বের সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পাবে বলে আশা করছি। এই বিশাল আয়োজনে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মেধা, মনন ও শ্রম দিয়ে কনভেনশনকে সফল করার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদেরকে জানাচিছ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ৫২ তম কনভেনশন সফলকাম করার বিষয়ে আমাদের আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও যদি কোন ভুলক্রাটি হয়ে থাকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি।

প্রকৌশলী এ. কে. এম. শরিফুল ইসলাম (শরিফ)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫২তম কনভেনশন ২০১১ সফল হোক